অমৃতাম্বুধি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন।

পরম পরাৎপর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বস্রষ্টা স্থাবর জঙ্গম চরাচরাদির মূলাধার জগজ্জাত জগদীশ্বর চরণ শরণ পুরঃসর কবি কাব্য রসাস্বাদনে বিজ্ঞবর্য্য মহাশয়-দিগের প্রতি নিবেদন।

অস্মদ্দেশে সভ্য ভব্য নব্য বিশিষ্ট শিষ্টানুশিষ্ট জন সমূহ সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক মতে অবিরত বাহুল্য ব্যবহারে অবিরত হইয়া বক্তব্য শ্রোতব্য সুশ্রাব্য অনু-ধাবে সংস্কৃত শ্লোকের উদাহরণ প্রদান করেন যদ্বিবরণ সর্ব্বসমীপে স্পষ্ট রূপে বিদিত আছে।

অধুনা অস্মদ সুহৃদবর্গের আদেশ ও উপদেশানু-সারে তৎপ্রমাণার্থে অমৃত সদৃশ হিতৈষি অবকল্প তদল্প কদম্বের জীবনে রসিকের রসাস্বাদনের জন্য ধর্ম্মা-নুনের আভাষে এই অমৃতাম্বুধি গ্রন্থ সংগৃহীত করিলাম। অতএব প্রার্থিত এই যে এতদ্দেশীয় পরম মান্যবর বিদ্যোৎসাহি গুণ গ্রাহিগণ অনুগ্রহ প্রকাশে উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া মম শ্রম সফল করত চিরবাধিত করিবেন। কিমধিকং নিবেদনমিতি।

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
সাং [illegible]

মঙ্গলাচরণ।

পয়ার।

ত্রিজগৎ সৃজন করিয়া যেই জন।
ত্রিলোকের জীবগণে করেন পালন।।
ত্রিগুণাতীত যে জন গুণের স্বভাব।
ত্রিভুবনোপরি চিন্তা যাঁর সমভাব।।
ত্রিলোকেশ ত্রিপৎ যদীয় আজ্ঞাকারি।
ত্রিকালজ্ঞ যেই জন অজ্ঞ হিতকারী।।
ত্রিযামকে যিনি সদা করেন পীড়ন।
ত্রিযামাতে যিনি জীবে করেন রক্ষণ।।
ত্রিবসনে যেই জন স্মরণীয় হন।
ত্রিধামা হুতাশানিল জনন কারণ।।
ত্রিবিক্রমোপাধি যাঁর স্থিতি ক্ষমতার।
ত্রিপুর দহন নামে করেন সংহার।।
ত্রিসংসার মূলাধার পীতাম্বর নাম।
ত্রিদশালয়েতে যাঁর অধিষ্ঠিত ধাম।।
ত্রিদশাহার লাল তদীয় ভজন।
ত্রিতাপের* ত্রাণার্থে কর অনুক্ষণ।।

মনপ্রতি উপদেশ।

লঘু পয়ার।

অ-বিরত মন ভজ সেই জনে।
বৃ-থা ভ্রমে সদা ভ্রম কি কারণে।।
ক-দপদ সার করি অনিবার।
লা-ভ কর সুখ সংসার মাঝার।।

---

* আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক

ল-য় ভয় লয় হয় যে নামেতে।
মুহূর্ত্তকে তা না ভুল কোন মতে॥
খো-পাল থাকহ সেই জন পাশে।
পা-রত্রিকে মুক্তি পাবে অনায়াসে॥
ধ্যা-নে জ্ঞানে মনে সয়নে স্বপনে।
য়* : অবিরত মন ভজ সেই জনে॥

ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা।

তোটক।

জগনন্দন জগত্ জীবন হে।
গজন্ধন জননাদি কারণ হে॥
জগত্ কারক পালক নাশক হে।
জগদীশ্বর সর্ব্ব মূলাধর হে॥
এ দাসে দয়াময় দয়া কর হে।
জ্ঞান প্রদান কর জ্ঞানাধার হে॥
অতি অজ্ঞ পামরামৃতলাল হে।
হয়ে মুগ্ধ অপার মহিমা মোহে॥
অমৃতাম্বুধি নামক গ্রন্থ করে।
ডাকে তোমায় পথ দেখাইবারে॥
ইহা পাঠ করি যেন সর্ব্বজনে।
না করেনা বিচার গুণ গ্রহণে॥
যেন পাঠক মণ্ডলি হংসের প্রায়।
এই গ্রন্থের নীর ত্যজি ক্ষীর খায়॥

---

* র স্থানে ব্যাকরণ বিরুদ্ধেও শব্দার্থে এই স্থলে য় হইল।

উপক্রমণিকা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অস্মদ্দেশীয়গণে,* অনারত ভ্রান্ত মনে,
মৃধা অধ্যাহারে অবিরত।
অধ্যস্ত বর্ণনায়, সর্ব্বজন সর্ব্বদায়,
করেন অধ্যেষনা বহু মত॥
জ্ঞানান্ধ হয়ে সবে, স্বীয় ধীর অনুপ্লবে,
করেন অপদেশ অপচিতি†।
না ভাবিয়া অন্তঃকালে, অপবর্গ না পাইলে,
ঘটিবে অসংখ্য অপচিতি॥
ত্যাগ করি নিত্য ক্রিয়া, উইলসনের স্বর্গে গিয়া,
সুধাপান করণ অন্তর।
অতিভুম হৃষ্ট মনে, নানা শাস্ত্রের বচনে,
করেন ধর্ম্মের অত্যন্তর।
কেহ হয়ে অতিপর,‡ অতিবেল অনপর,
উপর করেন অধ্যেষনা।
কেহ পুরাণের মত, করেনাবিস সতত,
কেহ বলে সার এক জনা॥
এতদ্রূপ অধ্যাহারে, স্থির না করিতে পেরে,
হয় দন্দ্ব ভাড়ি বারন্দরে।
ভাড়ির উপাধি যদু, বারন্দরের নাম মধু,
পরস্পরে ধর্ম্মতর্ক করে॥

---

* এই কালের নব্য দল।

† সকলেই ধর্ম্মমত বর্জ্জিত হইয়াও লৌকিক পূজা করেন।

‡ উদাসীন নাস্তিক।

অথাদৌ ধর্ম্মতর্ক প্রসঙ্গেনানয়োঃ পরিচয় গ্লানিঃ।

অস্যার্থ।

অথ ধর্ম্মতর্কপ্রসঙ্গ দ্বারা অগ্রে উভয়েরপরিচয়ের গ্লানি।

মধুসূদন। ড়াড়ি হাড়ি রিবাচরেৎ।

অস্যার্থঃ। জগমণ্ডল মধ্যে যত ড়াড়িগণ।
নিকৃষ্ট হাড়ির প্রায় করেন আচরণ॥

অস্য প্রত্যুত্তরোয়ং। ইহার উত্তর।

যদুনাথ। তদ্বৎ সত্যম্। তাহাই সত্য।

অন্যত্তু। অস্য শ্লোকার্দ্ধস্যাদৌ দ্বৌ পদৌচ্যুতৌ।

যথা। বারেন্দ্রা শূকরাঃসর্ব্বে বিষ্ঠাং খাদন্তি ভূতলে।
তেষাং সংরক্ষণার্থায় ড়াড়ি হাড়ি রিবাচরেৎ

অস্যার্থ। কহিয়াছ অবিতথ করিহে স্বীকার।
কিন্তু ভুলিয়াছ দুই পদ পূর্ব্বকার॥

বারেন্দ্রের বরাহযূথের আচরণ।
করে ভূমণ্ডলে সদা বিষ্ঠাদি ভক্ষণ॥
ত্বদীয় রক্ষার তরে যত ড়াড়িগণ।
নিকৃষ্ট হাড়ির প্রায় করেন আচরণ॥

ম। অথ মধুসূদনেনোক্তং কিমনর্থকেন জাতি
গ্লানি বিষয়তর্কেনেতি।

অস্যার্থ।

কহেন মধুসূদন মূধা কি কারণ।
জাতি বিষয়ক তর্ক কর অকারণ॥

আয়তি বহু ফলকং অপবর্গস্যেক কারণং ধর্ম্ম
তত্ত্বং জানাসিচেদ্বদ। নচেন্মৌনীভব।

অস্যার্থ।

ভবিষ্যতের বহু ফল প্রদায়ক।
মোক্ষের আদি কারণ ধর্ম্ম বিষয়ক॥
জানহ যদ্যপি তত্ত্ব কর আবিষ্কার।
হও ক্ষান্ত নতুবা করিতে অধ্যাহার॥

য। অথ তদ্বচসা কুপিতেন যদুনাথেনোক্তং।
ত্বয়াজ্ঞায়তেচেদধুনা কথ্যতাং। কেমনেনাবলে
পনেন॥

অস্যার্থ।

বলে যদুনাথ শুনি তদীয় বচন।
জান যদি ধর্ম্ম তত্ত্ব করহ বর্ণন॥
তাহাতে গর্ব্বের আছে কিবা প্রয়োজন।
অল্প বিদ্যাতেই হয় অনন্ধ নয়ন॥

অথ তৎসর্ব্বং শ্রুত্বাকশ্চিদাগন্তুকো হবদৎ।
ধিঙ্মূঢ়। কিমনেন মৃধা তর্কেন। শ্রুয়তাং
তাবৎ।

পয়ার।

এতদ্রূপ উভয়েতে মৃধা দ্বন্দ্ব করে।
করি পরিচয়াদির গ্লানি পরস্পরে॥
অতিপর নামে আগন্তুক আগমন।
করিয়া শ্রবণ করি সর্ব্ব বিবরণ॥
জিজ্ঞাসা করেন দোঁহে মূঢ় সম্বোধনে।
কি নিমিত্ত অধ্যাহার কর অকারণে॥
মনোযোগী হয়ে কর সর্ব্বের শ্রবণ।
বিবরিয়া বলিতেছি সর্ব্ব বিবরণ॥

অথ অমৃতাম্বুধি গ্রন্থারম্ভ।

১। বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েনচ।
পুত্রে যশসিতোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং ॥

লঘু ত্রিপদী।

কেন অকারণ, ধর্ম্ম বিবরণ, না জানি করহ দ্বন্দ্ব।
বলি বিবরিয়া, শুনে মন দিয়া, নাশ কর মন মন্দ।
শাস্ত্রের লিখন, ধর্ম্ম বিবরণ, করহ সবে শ্রবণ।
মনস্থির করি, দ্বন্দ্ব পরিহরি, অন্তিমে মুক্তি কারণ

আদৌ ধর্ম্মার্থ।

বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্ম স্তুধর্ম্ম স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। পুরাণং

অস্যার্থ।

বেদের বিধান ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
এমতে বেদ বচন ধর্ম্ম সমুদয়॥

বৈদিক মতের আছে দশবিধ ধর্ম্ম। *
সকল ধর্ম্মেতে ঐক্য হয় যার মর্ম্ম॥
হিন্দু জাতি যায় দশ ধর্ম্ম বলে মানে।
দশ আজ্ঞা বলে পূজ্য করে তা খ্রীষ্টানে॥

---

* সত্য, অস্তেয়, অক্রোধ, হ্রী, শৌচ, ধী. ধৃতি, দম, সংযতেন্দ্রিয় এবং বিদ্যা। যথা মনু।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥

এই দশবিধ ধর্ম্ম যে করে পালন।
হন তাঁর সর্ব্বের ধর্ম্মের লক্ষণ ॥
উহাতে মনু বচন করহ শ্রবণ।
লিখিতেছি বিবরিয়া যথাবিবরণ ॥

যথা মনুঃ দশ লক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ;
দশ লক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং।

অস্যার্থঃ। ঐ দশবিধ ধর্ম্ম যত্নের সহিত।
সেবা করিবেক অবিরত নিয়মিত
ঐ দশ ধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানে।
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ হয় ...

মানব কল্যাণের উহা সংক্ষেপ্য হয়।
দেশ ভেদে নাহি হয় বন্ধক উদয়

যথা মনুঃ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেহব্রবীন্মনুঃ ;

অস্যার্থঃ। অহিংসা সত্য অস্তেয় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
শৌচাদি সংক্ষেপে ধর্ম্ম সর্ব্ব সম্মন্ধেয় ॥

অতএব দশবিধ ধর্ম্ম বিবরণ।
কহিতেছি বিবরিয়া করহ শ্রবণ ॥

প্রথম সত্য।

সত্যের সেবক হও সদা সর্ব্বক্ষণ।
সত্যেতে করহ সর্ব্বাঙ্গক সমার্পণ ॥
সত্য রূপ কল্পতরু মূল কর সার।
সত্য বিনে এ সংসারে নাহি পারাপার ॥

সত্যের মহিমা হিন্দু যবন খ্রীষ্টান।
সর্ব্বের সমভাবে করেন সম্মান ॥
সত্য বাক্যে অবিরত হয় বাক্ পবিত্র।
অধিকন্তু কার সঙ্গে না হয় অমিত্র ॥
বিশ্বাস সত্যের এক প্রিয় অনুচর।
সর্ব্ব সাধারণ প্রিয় সত্যের কিঙ্কর ॥
মিথ্যাবাদি জনে কেহ বিশ্বাস না করে।
অতএব তার মূর্ত্তি বিধেয় সত্বরে ॥
যত মিথ্যাবাদি প্রতারক ধূর্ত্তগণ।
সত্যের প্রকাশে মিথ্যা করেন গোপন।
সতত সত্যের দাস শঙ্কাহীন হয়।
ভয়ঙ্কর মহাকালে নাহি করে ভয় ॥

অন্যচ্চ। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
অপ্রিয়ঞ্চ হিতঞ্চৈব প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ ॥

অস্যার্থঃ। কহিবেক সত্য আর কহিবেক প্রিয়।
সত্য হইলেও নাহি কহিবে অপ্রিয় ॥
অপ্রিয়াহিত জ্ঞান হইলেও প্রিয় জনে।
কহিবেক হিতৈষী বাক্য অনুক্ষণে ॥

যমক পয়ার।

কর সত্য ধর্ম্ম সার, কর সত্য ধর্ম্ম সার।
সত্য ধর্ম্ম গুণে অন্তে পাইবে নিস্তার ॥
কহিতেছি সত্য, কহিতেছি সত্য।
সত্যই পরমার্থ উৎকৃষ্ট পদার্থ ॥
সত্য সর্ব্ব ধর্ম্ম সার, সত্য সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
সত্য বিনে ভব পারে নাহি পারাপার ॥
সত্য যারে পরাঙ্মুখ, সত্য যারে পরাঙ্মুখ।
ঐহিক পারত্রিকে তার নাহি হয় সুখ ॥

অতএব দিয়া মন, অতএব দিয়া মন।
সত্যের সেবনে রত হও অনুক্ষণ॥
তৎ প্রমাণ।
পূর্ব্বে রাঘবপুর গ্রামে, পূর্ব্বে রাঘবপুর গ্রামে।
দেওয়ান অন্নদাপ্রসাদ সবিখ্যাত নামে॥
ছিলেন এক দ্বিজবর, ছিলেন এক দ্বিজবর;
বর্দ্ধমান জেলার দেওয়ান সত্যচর॥
যাঁর গুণের মহিমা, যাঁর গুণের মহিমা।
বর্ণনা স্বয়ং নায়ে করিতে বর্ণিমা॥
অতএব সেই জন্য, অতএব সেই জন্য;
সর্ব্ব সমীপেতে তিনি হয়েছেন ধন্য॥

দ্বিতীয় অস্তেয়ং।

অন্যায়েন পরধনাপহরণং স্তেয়ং তদ্ভিন্ন মস্তেয়মিতি
অস্যার্থ। অন্যায় রূপেতে পরধনাপহরণ।
স্তেয়ার্থ তদাভাব অস্তেয় মর্ম্মগণ॥

পরাক্রম ক্রমে পর ভূম্যাদি হরণ।
ডাকাইতী বাটপাড়া হরণ করণ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য কৃত্রিম পরদারাদি গমন।
অনুচর হয়ে স্বামির দ্রব্যাদি গ্রহণ॥
ইত্যাদি স্তেয়ের অর্থ আছয়ে বর্ণন।
তথাচ শ্রবণ কর স্মৃতির বচন॥
যথা। সমক্ষে বা পরোক্ষে বা নিশায়াং যদি বা দিবা।
যৎ পরদ্রব্য হরণং তৎস্তেয় মিতি কথ্যতে॥
অস্যার্থ। সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাতে দিবা বা নিশিতে।
পরধন গ্রহণে চুরি হইবে কহিতে॥

স্তেয় দশাবলম্বি যেই জন হন।
সকলেতে সেই জনে করেন পীড়ন ।।
লোক নিন্দা অপযশ লজ্জা অবিশ্বাস।
রাজদণ্ড তাড়নাদির হন সদা দাস ।।
স্তেয়মূল লোভ করে কামে উপস্থিত।
যে কামে ঘটায় অবিরত অত্যাহিত ।।
যদ্রূপ কামে কামনা বাসনা বুঝায়।
রতি কামে তদ্রূপ বিরাজমান হয় ।।
নিরখিলে কামের কিঞ্চিৎ পরাভাব।
তদ সহচর ক্রোধের হয় প্রাদুর্ভাব ।।
কাম একা নহে সঙ্গে আছে দশ জন।
এক এক খিঙ্গী যারা এক২ জন ।।
যথা মনুঃ। মৃগয়াক্ষোদিবা স্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ ।।
অস্যার্থ মৃগয়া মৎস্যাদি পশু পক্ষির নিধন।
পাসাদি ক্রীড়ায় অবিরত মনার্পণ ।।
অনারত অন্য জন দোষের কথন।
স্ত্রী সম্ভোগে অতি ভুস উন্মত্ত হওন।
প্রমত্ত হওন সুরাপানের কারণে।
অযুক্তি ব্যাসক্তি নৃত্য গীত বাদিত্র সনে ।।
অকারণে স্থানান্তর ভ্রমণ করণ।
ইত্যাদিতে প্রায় করে স্বাধীর নিধন ।।
প্রবৃত্ত করায় তাঁহে কখন কখন।
করিবারে অন্য জনাহীত অন্বেষণ ।।

তৃতীয় অক্রোধঃ।
ক্রোধশ্চিত্ত বিকারঃ তদ্বিপরীতোঽক্রোধ ইতি।

ক্রোধোদয় হইবা মাত্র জ্ঞান নাশ করে।
ঘটায় অন্যের দুঃখ স্বীয় দুঃখান্তরে ॥
ক্রোধ হতে উৎপত্তি হয় সে হিংসার।
নিবৃত্তি না করে বৃদ্ধি করে পুনর্ব্বার ॥
প্রতি হিংসাথে হয় দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত।
যাহাতে ঘটিতে পারে মহা অত্যাহীত ॥
ক্রোধ হতে হয় সদা হিংসার উদয়।
হিংসা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ক্রোধ নাহি হয়।
অতএব অহিংসাই হয় মহা ধর্ম্ম।
তথাচ শুনহ মহাভারতের মর্ম্ম ॥

অহিংসা লক্ষণোধর্ম্মো হিংসাচা ধর্ম্মলক্ষণেতি।

চতুর্থ রীঃ।

পয়ার।

লজ্জার মহিমা গণ করহ শ্রবণ।
লজ্জাতেই শুভকর্ম্ম করে জীবগণ ॥
উন্মাদ মধ্যেতে গণ্য লজ্জাহীন জন।
তার ক্রিয়ানীতির বিরুদ্ধ আচরণ ॥
লজ্জাহীনে প্রিয়জ্ঞান না করে সজ্জনে।
বিরক্তি হয় তদসঙ্গে বাক্য আলাপনে ॥
লজ্জাহীন ব্যক্তি কভু সুসভ্য না হয়।
অসঙ্গত তার ব্যবহার সমুদয় ॥
যে প্রদেশে সমুদয় প্রতিবাসিগণ।
নির্লজ্জ কর্ম্মেতে রত হয় অনুক্ষণ ॥
কোন কুকর্ম্মের তথা না হয় ঘটন।
লজ্জা অপযশ ভয় না থাকে যখন ॥

কুকর্ম্ম মতি বাধক লজ্জার বিহীনে ।
হয় মহাপাপী দুরাচার সর্ব্ব জনে ॥
নিৰ্দ্দয় নির্লজ্জ রূপে সঞ্চয় যে করে।
হয় ব্যয় অকারণে সেধন সত্বরে ॥
অযুক্ত কুকার্য্য করি লজ্জিত থাকন।
লজ্জার তাৎপর্য্যার্থ নহে কদাচন ॥
লজ্জিত হইতে হয় করিলে যে ক্রিয়া ।
রাজসভা সাধুজন সমীপেতে গিয়া ॥
মান হানি হইতে পারে করিলে যে কর্ম্ম ।
তাহাতে বিরতি থাকা লজ্জা শব্দ মর্ম্ম ॥
বাল্যকালাবধি বিদ্যাভ্যাস না করিয়া ।
অন্তে বিদ্যা সমাগমে লজ্জিত হইয়া ॥
বিদ্যান ব্যক্তির অপমান করে যেই ।
স্বীয় লজ্জা বিহীনতাগত করে সেই ॥

পঞ্চপদী। শ্রবণান্তে লজ্জা ধর্ম্ম, তদঅনুযায়ী কর্ম্ম, করিলে না হয়াশর্ম্ম, জানিহ বিশেষ মর্ম্ম, নাহি কর বিরুদ্ধ আচার। অপার সংসারার্ণবে, চির সুখাদি উদ্ভবে, যদি লজ্জা ধর্ম্ম সবে, পালন করেন তবে, হইবেন সুখি অনিবার ॥

পঞ্চম শৌচং।

পয়ার। শোধন ও পবিত্রতা শৌচ তাৎপর্য্যার্থ। শৌচ ধর্ম্ম গুণে জনে পান পরমার্থ ॥ অতএব যাঁর বাক্য কায় মন ধন। শুদ্ধ থাকে সেই জন শৌচ পরায়ণ ॥ জীবন দ্বারায় দেহ মলাপকর্ষণ। নিয়মিত পরিষ্কার করণ বদন ॥ অপ্রয়োজনীয় লোমনখ নিরাকরণ। বস্ত্র

শয্যা পরিষ্কার করা অনুক্ষণ ।। পরিচ্ছন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করণ । সুপক্ব সুস্বাদু সামগ্রীর গ্রহণ ।। এই সমুদয়ে সদা কায় শুদ্ধ হয় । যথাহ চাণক্য কায়া শুদ্ধি তত্ত্ব কয় ।।

কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা ।
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চ বিচক্ষণ ।।

সত্যের বাক্যার্থে সুশ্রাব্য শব্দগণ । বিবেচনাক্রমে সদা কথোপকথন ।। কটুক্তিও পরদোষখ্যাপনে বিরতি । বাক্‌পটুতার এই প্রধান প্রকৃতি ।। মন শুদ্ধি সর্ব্ব শুদ্ধির প্রধান কারণ । ক্রোধাদি বিরতি যায় হয় প্রয়োজন ।। মন শুদ্ধি গুণে হয় জ্ঞানের উদয় । মন শুদ্ধি বিনা সর্ব্ব ক্রিয়া বৃথা হয় ।। ধন শুদ্ধি হয় মহা শুদ্ধি মহাপুণ্য । অন্তে অপবর্গ মূলাধার অগ্রগণ্য ।। অন্যায় রহিত ন্যায়ে প্রাপ্ত বিত্ত হলে । ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবহার শুদ্ধ রূপে চলে ।। ঐহিক পারত্রিক শুভ হয় শৌচ গুণে । অপবিত্র লোকে ঘৃণা করে সর্ব্ব জনে ।। অযুক্ত মাদকাদির সেবনে সদায় । শৌচ ধর্ম্ম পালনের ব্যাঘাত জন্মায় ।।

ষষ্ঠ ধীঃ ।

পদার্থের প্রকৃত অবস্থা জানিবারে । হয় বুদ্ধি প্রয়োজন যথার্থ বিচারে ।। দোষাক্রান্ত বুদ্ধিকেই বলে দুষ্ট বুদ্ধি । যাহার হ্রাসেতে হয় সদ্বুদ্ধির বৃদ্ধি ।। বহু কারণেতে বুদ্ধির উন্নতি হয় । যথা গ্রন্থ পাঠে হয় জ্ঞানের উদয় ।। বহুদর্শী জ্ঞানবান প্রাজ্ঞ উপদেশ । গ্রহণে উন্নতি হয় ধীশক্তির অশেষ ।। ধ্যানে মননে ভজনে হয় জ্ঞান বৃদ্ধি । ইত্যাদিতে হয় পরিশেষে বুদ্ধি শুদ্ধি ।।

অনুচিত লজ্জা হয় ধীর হন্তারক। যাহার দমন প্রথমস্ত আবশ্যক॥ অপমানাশঙ্কা স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশে। অলস্যাদি বুদ্ধি নষ্ট করে অনায়াসে॥ শিক্ষা যোগ্য বিষয় হইলে উপস্থিত। কাল আশা করি নাহি হওন অপ্রীত॥ কিংকর্ত্তব্যতার এই বিশেষ লক্ষণ। ইহার গুণে না হয় বিদ্যা উপার্জ্জন॥ পণ্ডিতাভিমান সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। অজ্ঞ হয়ে মনে ভাবা বিজ্ঞ বিচারক॥ ইহা-তেই হয় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি। পরিশেষে হয় মত্য বিপরীতোৎপত্তি॥ অতএব বিচারেতে বুদ্ধির দ্বারায়। হিতাহিত কার্য্য জীবে জানিবারে পায়॥

সপ্তমঃ ধৃতিঃ।

যে কোন অপ্রিয় দুঃখজনক ঘটন। হওনান্তে ক্ষমা ক্রিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন॥ করিয়া তাদৃশ দুঃখ সহ্যতা করণ। ধৃতি ধর্ম্ম তাৎপর্য্যার্থ করহ শ্রবণ॥ ধৃতি বিনা অস্থৈর্য্য ভ্রান্তি মোহ শোক। অবস্থায় হয় জ্ঞান সাহস নাশক॥ ত্রিতাপের অধীনস্থ হন সর্ব্ব জন। যৎবিবরণ গণ করহ শ্রবণ॥ শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র বায়ু বলে। ঘটে যেই দুঃখ তাহে আধিদৈবিক বলে॥ কীট সর্প ব্যাঘ্র দস্যু ভূপতির বলে। ঘটে যেই দুঃখ তাহে আধিভৌতিক বলে॥ রোগ শোক ঘটিত দুঃখে আধ্যাত্মিক বলে। সর্ব্ব জীব অধীনস্থ হয় যার বলে॥ সাধু বা অসাধু ভাবে সর্ব্ব জীবগণে। হইবে সহিতে সেই দুঃখ অনুক্ষণে॥

অষ্টম দমঃ।

নানা শাস্ত্র দিগদর্শন পরীক্ষা প্রসঙ্গে। হয় বশীভূত মন থেকে সাধু সঙ্গে॥ মন দমনেতে হয় রিপুর দমন।

সর্ব্ব দোষাতীত পরে হয় সেই মন ।। যেই দম গুণে হয় রিপুর দমন। ততোধিক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম না হয় দর্শন ।। ধর্ম্মপথে প্রবেশের আছে ছয় দ্বার। ছয় সিংহ রূপ রিপু প্রহরি তাহার ।। কাম রিপু প্রথম দ্বারের দ্বারবান। যারে পরাজয়ে লাভ মহৎ সম্মান ।। দ্বিতীয় দ্বারের প্রহরির নাম ক্রোধ। যারে পরাজয়ে ঘটে বিষম বিরোধ ।। তৃতীয় দ্বারেতে লোভ দরিদ্র রক্ষক। ধর্ম্ম পথ শ্রান্ত পথিকের হন্তারক ।। পরিত্রাণ পেয়ে কাম ক্রোধের নিকট। গণেন পথিক লোভে প্রমাদ শঙ্কট। ত্যাগ করি নিত্য ক্রিয়া জপ তপ মান। অথস্য পুরুষ দাস করেন প্রমাণ ।। চতুর্থ দ্বারেতে মোহ প্রহরি সদায়। যারে পরাজয় করা পথিকের দায় ।। তদকৃতানয়ে যেই পড়ে এক বার। নয়ন নীরেতে সেই ভাসে অনিবার ।। মায়াময় সংসারেতে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঘটায় আপন মৃত্যু তন্দ্রায় প্রায় ।। অন্তে মদ মাৎশর্য্যে হেরিয়া প্রহারি। ধর্ম্ম পথ হইতে পান্থ করেন শ্রীহরি ।। অতএব দমন করিতে এই ছয়ে। প্রমাদ গণেন সবে সকল সময়ে ।।

নবম সংযতেন্দ্রিয়তা।

পয়ার।

নয়ন রসনা ঘ্রাণ কর্ণ আর চর্ম্ম। এই পঞ্চ সংখ্যা হয় জ্ঞানেন্দ্রিয় মর্ম্ম ।। গুহ্য বাক্য উপস্থ হস্ত পাদাদিগণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় জানিহ এই পঞ্চ জন ।। এমতে সম্যক্ রূপে সতর্ক হওন। ইন্দ্রিয় দমন পক্ষে হয় প্রয়োজন ।। রসনায় ঈশ্বরের গুণের কীর্ত্তন। কর্ণে সদা সেই নাম শ্রবণ করণ ।। নয়নেতে ঈশ্বরের কর্ম্ম দরশন। হস্তে প্রতি দিন দিনের দৈন্যতা মোচন ।। বচনেতে সেই নামোচ্চারণ অনুক্ষণ য

চরণের সহায়েতে তীর্থ পর্য্যটন ॥ নাসিকায় ঈশ্বরাণিলে জীবন ধারণ। ইত্যাদিতে হয় সদা ইন্দ্রিয় দমন ॥

দশম বিদ্যা।

বিদ্যা পদার্থই সর্ব্ব পদার্থের মূল। এই স্থূল শুন যেন নাহি হয় ভুল ॥ বিদ্যাপেক্ষা নাহি আর অমূল্য রতন। শ্রবণ করহ যথা চাণক্য বচন ॥

যথা। জ্ঞাতিভির্ব্বণ্টনেনৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেনৈবক্ষয়ং জাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং ॥

জ্ঞাতির বিভাগে বিদ্যার অংশ নাহি হয়। চোরে নাহি চুরি করে দানে নাহি ক্ষয় ॥ এতদ্রূপ বিদ্যারত্ন সর্ব্বের প্রধান। নাহি অন্য কোন জ্ঞান বিদ্যার সমান। বিদ্যাহীন জন হয় পশুমধ্যে গণ্য। কোন জন নাহি করে সেই জনে মান্য ॥ বিদ্যাই ভোগ আর শুভ কান্তি হয়। যে পদার্থে শুক্র বলে শুক্র মহাশয় ॥ বিদেশ গমনে বিদ্যা হয় মহা মিত্র। বিদ্যাই অমূল্য নিধি সর্ব্ব পূজ্য পাত্র ॥ যথা চাণক্য।

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন। স্বদেশে
পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

তৎপ্রমাণ।

বেলিয়া বসুর হাটী সুবিখ্যাত নামে।
রাজা রাধাকান্ত দেব অধীনস্থ গ্রামে ॥
বিদ্যা বৃদ্ধি জন্য কতিপয় ভদ্রজনে।
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তৎস্থানে ॥
সম্প্রতি পরীক্ষা কালে সর্ব্ব ছাত্রগণে।
দিয়াছেন পুরস্কার উৎসাহ কারণে ॥

অতএব তাঁহারাই ধন্য এসংসারে।
কীর্ত্তি বলে হইবেন স্মরণীয় পরে॥
শ্রীনাথ মৈত্রেয় তৎ প্রথম শিক্ষক।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত বিজ্ঞ বিচারক॥
দ্বিতীয় শিক্ষক নাম প্রিয়নাথ মিত্র।
কোন জন সঙ্গে যাঁর নাহিক অমিত্র॥
অতএব বিদ্যা ধর্ম্ম উৎসাহ কারণ।
কেদার প্রিয়নাথ চট্টো হন ধন্য জন॥
শ্যামাচরণ মৈত্রেয় তৎস্থান সাধু জন।
হউন চিরজীবি বিদ্যার উন্নতি কারণ॥
বিদ্যা দান পুণ্য বলে এই সর্ব্ব জনে।
স্থান পাইবেন অন্তে ঈশ্বর চরণে॥
দশবিধ হিন্দু ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া।
কহিলেন অতঃপর শুন মন দিয়া॥
দশবিধ ধর্ম্ম মতে কর যদি কর্ম্ম।
এ সংসারে হবে সুখি না হবে অশর্ম্ম॥

অথাখিল ধর্ম্ম তত্ত্বম্ শ্রুত্বা সন্তুষ্টৌ তৌ গুরুং প্রণম্যাহতুঃ। ভো গুরো, তাবাবাং মনুনয়াব। ইহখলুজগতি বাল্য পরিণয়ো যুক্তঃ কিম্বা; তৎসর্ব্বং বিস্তারেন শ্রোতুমিচ্ছাবঃ।

দশবিধ ধর্ম্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া।
আনন্দেতে দোঁহে গুরু পদে প্রণামিয়া॥
কহিলেন কহ গুরো করি অনুক্রোশ।
বাল্য পরিণয় প্রথার গুণ আর দোষ॥
অধুনা ইচ্ছুক মোরা করিতে শ্রবণ।
অতএবাগু কর সর্ব্ব বিবরণ॥

অথ তদবচনম্ শ্রুত্বা সে আহ। অবধীয়তাম্ তাবৎ।

কহেন অতিপর শুনি উভয় বচন।
অবগত হও তবে করিয়া শ্রবণ॥

পরোঽপি হিতবান্ বন্ধু বন্ধুরপ্যহিতঃপরঃ।
১। অহিতো দেহজোব্যাধি র্হিত মারণ্য মৌষধং॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। অতঃপর করিবারে, মনানন্দ নাশি ধারে, বাল্য পরিণয় হিতাহিত; করিব সম্বন্ধ বর্ণন, উভয়েতে দিয়া মন, হও শ্রবণান্তরে অবহিত॥

আদৌ ঈশ্বরের নিয়ম বিবরণ

জগতের হিতকারি, নিখিল-সৃজন করি, জগজ্জনে করেন পালন। বাঞ্ছা করি সর্ব্বহিত, সর্ব্বের নিয়মিত, করে জীবে করেন শাসন॥ অগ্রে হিতাহিত জ্ঞান, করিয়া জীবে প্রদান, পরীক্ষা করিতে সর্ব্বজনে। দিতেছি উপদেশ, করিলেন পরিশেষ, হবে সুখ নিয়ম পালনে॥ অস্যপরাখিল ক্রিয়া, নিয়মেতে মন দিয়া, কর জীব হও অধীগত। অনিয়ত আচরণে, অত্যাহিত অনুক্ষণে, ঘটিবে অগত্যা বিধিমত॥ নিয়ম তদনুসারে, জীবগণ পূজা করে, অচল কালার অঙ্গীসুখ। অনাগা করিয়া মন, সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ, মনান্তরে মহাপরাঙ্মুখ॥ অনপর অতি প্রায়, সবে করি পরিণয়, জীব সংখ্যা করিবে উন্নতি। কভু তাঁর ইচ্ছা নয়, জীবগণ ক্ষীণ হয়, করেন অচ্ছ নিখিল দুর্ম্মতি॥ মৃজা করি জীব অঙ্ক, বিস্তার করিয়া অঙ্ক, করেন সবে অভয় প্রদান। অতএব তদ্ভজনে, ধ্যানে জ্ঞানে মনে২, অনুক্ষণে হও যত্নবান॥ স্ত্রী পুরুষ সৃজন

করে, সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবারে, করি মৃগ্য সবাকার হিত। অতিরেল উপদেশ, করিলেন পরিশেষ, কর পরিণয় নিয়মিত ॥

নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে যন্ত্রণা।

সবে ভেবে দেখ মনে, এমত হিতৈষি জনে, কেন করিবেন অনহীত। নিবীর্য্য অতুর সুত, নিয়মের বহি ভূত, হলে হবে হয়েছে বিদিত॥ বিনা সর্ব্ব সুলক্ষণ, বীজ করিলে বপন, তার তরু হয় তেজহীন। সেই রূপ বাল্যকালে, বিবাহেতে ছেলে হলে, হয় সেই ছেলে অতি ক্ষীণ॥ কালে হলে পরিণয়, বীর্য্যবন্ত ছেলে হয়, দীর্ঘ জীবি সর্ব্বসুলক্ষণ। যে হেতুক নিয়মিত, আচরণে হয় হিত, তজ্জন্য হয় এ ঘটন॥ যেই জন অকারণ, অনায়ত্ত আচরণ, বাঞ্ছা করিবেন করিবারে। অবিরত সেইজন, অনীতি মতি কারণ, অনঙ্গকে ক্লেশ ভোগ করে॥ ভেবে দেখ কি কারন, অল্পকালে জীবগণ, কালগ্রাসে হয়েন পতন। নিয়মেরাতীত কর্ম্ম, অল্পকালে মৃতি মর্ম্ম, অবগত হও সর্ব্বজন॥ নিয়ম পালনে সুখ, লঙ্ঘনে ঘটিবে দুঃখ, এই উপদেশ রেখ মনে। যতনেতে এই মত, পালন কর সতত. হবে মহা সুখি সর্ব্বক্ষণে॥ যদি নিয়মেতে মন, দিয়া কর্ম্ম নিস্পাদন, জীবগণ করেন সতত। অবশ্য সুখাস্বাদন, করিবেন অনুক্ষণ, অনশ্বরের এই মত॥

অথাদৌ দুহিতার পরিণয়ের দোষ গুণ বিচার।

অধুনা অনন্তোপরি, যত্র নেত্রপাত করি, হেরি নানা বিধ চমৎকার। শৈশব অঙ্গজাগণে, বাল্য পরিণয় দানে, অস্মদ্দেশীয় দেশাচার॥ অষ্টমেতে গৌরীদান, যে করে

সে পুণ্যবান, অনুমান করে সর্ব্বজনে। তব্যাঙ্গম হৃদয়ংগম, অর্থ না জানিয়া তম, পরিপূর্ণ হয় সর্ব্বমনে।। যদ্যাঙ্গম কণ্ঠস্থং তব, ভেবে বিপরীত ভাব, শুভস্য শীঘ্রং উচ্চারণে। হয়ে সবে ভক্ত ভক্ত, পাঠ করি বস্তুমন্ত্র, মহোৎসব করেন স্বজনে।। এরূপ অকুতোভয়ে, অন্ধ হয়ে পদে পদে, সম্পদে না ভাবে অত্যাহিত। তনয়া পতি বিহীনা, হইলে বহু যাতন, ভোগ করি হয়েন অপাত।।

দেশাচারের দোষ।

দুরাচার দেশাচার, কি কারণ দুহিতার, বাল্য পরিণয়ে দেও মত। হইলে পতি বিহীন, দেখে শুনে তারে দেখ না, দেও তারে ক্লেশ বিধিমত।। একাদশী অনুমতি, তৎক্ষণাৎ তদপ্রাপ্তি, কর কোন কারণে পালন। নিরখিলে সে যন্ত্রণা, কার না হয় করুণ, বিদীর্ণ হয় পাষাণ অন্তর।। তব পরে দিয়া ভুলে, দণ্ড পরে দেখুলে, কে দয়া কর সে কালেতে। কেন দেশপ্রিয়পাত্র, হয়ে সজ্জনামিত্র, কর চেষ্টা দেশটা ডুবাইতে।। একাদশী অনাহার, অবিতথ আবিষ্কার, কর দেখ দর্শক মণ্ডলি। বেদাদি শাস্ত্রের মতে, নাহি মিলে কোন মতে, অতএব এই কলি বলি।। তৃষাতে ত্যাজলে প্রাণ, না করে জীবন দান, দেশাচার আজ্ঞাবর্ত্তি হয়ে। সুসভ্য শীঘ্রং বাণি, সে সময় নাহি শুনি, স্বজন কদম্ব মরে ভয়ে।। অবিরত ভীত সবে, পাছে কুলে কালি দিবে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সহকারে। যদি হয় ব্যাভিচারি, সতিত্বতা পরিহরি, রটিবে কলঙ্ক ত্রিসংসারে।। এতদ্রূপ ভাবনায়, সদা পিতা মাতা রয়, ভাবে কন্যা হইলে অনাথা। কিন্তু কালে পরিণয়, দিলে এতাদৃশ ভয়, বোধ হয় সর্ব্বৈব বৃথা।। তৎকালে দুহিতার,

হইয়া জ্ঞান সঞ্চার, হয় ত্বরা পুত্রধন লাভ, হইলে বিধবা পরে, সন্তান বদন হেরে, হয় কর্ম্ম দম্পতি অভাব॥ সতত সুত পালনে, অবিরত রহে মনে, নাহি ভাবে অন্যান্য ভাবনা। একাদশী [illegible], যন্ত্রণা ক্রমে সহে, জীবনান্তে না পায় খণ্ডনা। [illegible] কালে, যদি পরিণয় দিলে, হয় নিয়মের বিপরীত। তবেত নহে উচিত, হতে পারে অত্যাহিত, [illegible] শ্রবণে অপ্রীত॥

অথ তনয়ের বাল্য পরিণয়ের দোষ।

ত্রিপদী। ত্রিজাতি প্রলয় মূল, জানিহ [illegible] যেন নাহি হয় ভুল, পুরুষ মনের পক্ষেতে বিবেচনা। আনয় বিস্তার করে, সংসার জলধি নীরে, মীনগণে [illegible]-বারে, তাকে দেয় খাদ্য লোভাকর॥ কাহার নাহিক ত্রাণ, কি অবিজ্ঞ কি বিদ্বান, দুর্ব্বল বা বলবান, সমভাবে হয় আকর্ষণ। চুম্বক প্রস্তর প্রায়, পুরুষ দেখে আসে তায়, সন্দর্শনের সময়, করে মায়া রজ্জুতে বন্ধন॥ অতএব সে আনয়ে, সদা পিতা মাতা দুয়ে, নিক্ষেপ করে তনয়ে, না ভাবেন বিদ্যা লাভোপায়। অনন্তর সেই পুত্র, হয় মহাদুঃখ সূত্র, হয়ে সর্ব্বজনামিত্র, বিদ্যা বিনে হয় অর্ণী প্রায়। বিদ্যা বিহীন যে জন, সে জন জীবনে মন, সর্ব্বের অকারণ এই রূপ আছয়ে বচন। যদি বাল্য পরিণয়ে, তনয়ানভিজ্ঞ হয়ে, তবেত উচিত নহে, মম মত করহ শ্রবণ॥

অমৃতাম্বুধি গ্রন্থের উপসংহার।

শুনি সর্ব্ব তত্ত্ব গুরুপদ প্রণমিয়া।
কহিলেন গুরো পুনঃ করুণা করিয়া॥
নিয়ম বিরুদ্ধাচারে ঘটে যে মরণ।
প্রদান করহ তৎপ্রমাণ অধুনা॥
অতঃপর শুনহেতু উভয় বচন।
কহিলেন ছিল পূর্ব্বে অমর রাজন॥
ঈশ্বরের কৃপা বলে পাইয়া তনয়।
কালিদাস নাম রাখে কালে করি জয়।
যার ইতিহাসে ইহা হইবে প্রমাণ।
কিন্তু অদ্যকার হইল দিবা অবসান
আগত দিবসে তাহা করিব বর্ণন।
অদ্য উপদেশ শেষ হইল এখন।

অথ অমৃতাম্বুধি গ্রন্থঃ
সমাপ্ত।

☞ অতিত্বরায় অমৃতাবলি অর্থাৎ অমরাদিত্য রাজার উপাখ্যান সংগৃহীত হইবেক।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইল।

অথ গ্রন্থ কর্ত্তার স্বীয় পরিচয়।

রাঘবপুর * নামে গ্রামে হয় মম ধাম।
যথাকার সর্ব্বেব দৃশ্য অভিরাম ॥
অন্নদাপ্রসাদ মুখো মম পিতামহ।
যেই জন প্রীতি ছিল নান বিদ্যা সহ ॥
ধন্য মান্য গণ্য পুণ্যবান মম পিতা।
সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায় দয়ার জনিতা ॥
মম স্বসৃভর্ত্তার নাম অক্ষয়কুমার।
যাঁহার কৃপাতে আমি বাধ্য অনিবার ॥
মমাগ্রজের ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় নাম।
যাঁহার চরণে করি অসংখ্য প্রণাম ॥
কনিষ্ঠ অনুজ খ্যাত বিপীন নামেতে।
ইউন চিরজীবি যিনি ঈশ্বর কৃপাতে ॥
আমি দীনহীন ধরি অমৃতলাল নাম।
বিদ্যা বুদ্ধি ভাগ্য সবে মম প্রতি বাম ॥
চন্দ্রমোহন নামে ভট্টাচার্য্য সহায়েতে।
হইয়াছি প্রবৃত্ত এই গ্রন্থ রচিতে।
ডেবিড হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে।
হই আমি ছাত্র সিনিয়ারি শ্রেণীদ্বয়ে ॥
গিরীশ জানকীনাথ অভয়চরণ।
যদু রঘুনাথ কালী উপেন্দ্রনারায়ণ ॥
দ্বারিক বনমালি রামলালোমাচরণ।
নবীন নন্দলাল আদি সর্ব্ব মিত্রগণ ॥
আদেশ ও উপদেশ করিয়া আমায়।
এই অমৃতাম্বুধি গ্রন্থ রচায় ॥

---

* এক্ষণে মুড়াগাছা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। একদা গ্রাম দগ্ধ হওয়ায় সকলে তত্রস্থ গুড়গুড়িয়া নদীর নিকট এক মুড়াগাছতলায় বাস করায় ঐ নাম হইয়াছে।